শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রাভুপাদকৃত 'ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য',
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'গৌড়ীয় ভাষ্য',
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত 'সারার্থ দর্শিনী' টীকা অবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত 'ভাগবত সুবোধিনী' গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য থেকে
বিবৃতি – গৌড়ীয় ভাষ্য
তথ্য – গৌড়ীয় ভাষ্য
অনুতথ্য (পাদটীকা) – ব্যক্তিগত অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন

পদ্মমুখ নিমাই দাস

p.nimai.jps@gmail.com

১ম স্কন্ধ ৫ম অধ্যায়

১.৫ ব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের নির্দেশ

- (১-৭) - নারদ মুনির প্রশ্ন ও ব্যাসদেবের উত্তর
  - (১-৪) - নারদ মুনি কর্তৃক ব্যাসদেবের রচনার প্রশংসা এবং ব্যাসদেবের অসন্তোষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা
  - (৫-৭) - ব্যাসদেব কর্তৃক স্বীয় অসন্তোষের কথা স্বীকার, নারদ মুনির মহিমা বর্ণন এবং স্বীয় অপরিপূর্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা
- (৮-২২) - নারদ মুনি কর্তৃক ব্যাসদেবের নিকট কৃষ্ণলীলা বর্ণনের মাহাত্ম্য প্রকাশ
  - (৮-৯) - ব্যাসদেবের রচনায় দুটি দোষ - ক. হরিকথার অপর্যাপ্ত বর্ণন, খ. চার পুরুষার্থে অধিক গুরুত্ব আরোপ
  - (১০-১১) দ্বিবিধ সাহিত্য গ্রন্থ - ক. ভগবৎ-কথা বিহীন - কাকতীর্থ, খ. ভগবৎ-কথা পূর্ণ - বৈপ্লবিক ও সাধুদের দ্বারা গ্রহণীয়
  - (১২-১৬) - ভক্তিই একমাত্র পরম ধন এবং ব্যাসদেবের উচিত এর মহিমা বর্ণন
  - (১৭-১৯) - ভক্তির প্রগতি অবিনশ্বর এবং পতনেও ক্ষতি নেই
  - (২০-২২) - ব্যাসদেবের প্রতি আরও স্পষ্টভাবে ভগবৎ মহিমা বর্ণনের উপদেশ
- (২৩-৩১) - নারদ মুনি কর্তৃক তাঁর পূর্ব জীবন বর্ণন
  - ২৩ - ভক্তিবেদান্তদের সেবা
  - (২৪-২৮) - তাঁর ভক্তিতে ১৪টি স্তর
  - (২৯-৩১) - ভক্তিবেদান্তগণ কর্তৃক নারদ মুনিকে পরম গুহ্য ভগবৎ জ্ঞান প্রদান
- (৩২-৪০) - নারদ মুনি কর্তৃক ব্যাসদেবের প্রতি উপদেশ
  - (৩২-৩৬) - কর্মযোগের পন্থা - ভগবানের সেবায় কর্ম
  - (৩৭-৪০) - শব্দব্রহ্মের মাহাত্ম্য - অতএব ভগবৎ লীলা বর্নন কর

অধ্যায় কথাসারঃ পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীনারদ শ্রীব্যাসের চিত্ত প্রসন্ন করবার জন্য কর্ম-জ্ঞান প্রতিপাদক সকল ধর্ম অপেক্ষা হরিকীর্তনমূলক ভক্তিধর্মেরই গৌরব উপদেশ করছেন। (গৌড়ীয় ভাষ্য)

এই পঞ্চম অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবকে জ্ঞান ও কর্মাদির বিফলতা প্রদর্শন করে কীর্তনই যাঁর মুখ্য অঙ্গ, সেই ভক্তির উপদেশ করলেন। (সারার্থ দর্শিণী)

(১-৭) - নারদ মুনির প্রশ্ন ও ব্যাসদেবের উত্তর

(১-৪) - নারদ মুনি কর্তৃক ব্যাসদেবের রচনার প্রশংসা এবং ব্যাসদেবের অসন্তোষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা

১.৫.১ – নারদ মুনির উপবেশন ও ব্যাসদেবকে সম্বোধন

সূত গোস্বামী বললেনঃ তখন দেবর্ষি (নারদ) সুখে উপবিষ্ট হয়ে স্মিত হেসে বিপ্রর্ষিকে (বেদব্যাসকে) বললেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- বেদব্যাসের অসন্তোষের কারণ – ভগবদ্ভক্তি-বিজ্ঞান পূর্ণরূপে প্রদানে তাঁর অক্ষমতা। (তা ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ করবেন)।

১.৫.২ – অসন্তোষের কারণ ইঙ্গিত

তুমি কি তোমার দেহ অথবা মনকে তোমার স্বরূপ বলে মনে করে সন্তুষ্ট হয়েছ?

গৌড়ীয়-ভাষ্য – আপনার শরীরাভিমানী আত্মা অথবা মনোভিমানী আত্মা যথাক্রমে শরীর ও মনের দ্বারা সন্তুষ্ট আছে ত'?

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – **"মন এবং দেহ"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- অল্পজ্ঞ মানুষেরা দেহ অথবা মনকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করতে পারে, কিন্তু মহর্ষি পরাশরের পুত্ররূপে ব্যাসদেবের পক্ষে তা উচিত হয়নি।
- জীব যতক্ষণ পর্যন্ত না জড় দেহ এবং মনের অতীত বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রসন্ন হতে পারে না।

১.৫.৩ – ব্যাসদেবের জ্ঞান - দক্ষতা

সূত্রঃ তোমার অসন্তুষ্টির কারণ অবশ্যই অজ্ঞান নয়।

★ তোমার প্রশ্নগুলি ছিল পূর্ণ
★ তোমার অধ্যয়নও যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে,
★ আর তুমি যে সমস্ত বৈদিক নির্দেশ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে মহৎ এবং অদ্ভুত মহাভারত রচনা করেছ সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই।

১.৫.৪ – ব্যাসদেবের অনুভবজ্ঞান - দক্ষতা

সূত্রঃ তোমার অসন্তুষ্টির কারণ অনুভূতিরূপ জ্ঞানের অভাবও নয়।

তুমি নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছ এবং তৎসংলগ্ন জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করেছ। তথাপি হে প্রভু তুমি কেন নিজেকে অকৃতার্থ বলে মনে করে বিষাদগ্রস্ত হয়েছ?

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

বেদান্ত-সূত্র বা ব্রহ্মসূত্র –

★ শ্রীল ব্যাসদেব রচিত,
★ নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপূর্ণ বর্ণনা,
★ তা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন বলে স্বীকৃত,
★ তাতে নিত্য সনাতন বস্তুর পূর্ণ বর্ণনা রয়েছে,
★ তা অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

সুতরাং ব্যাসদেবের আধ্যাত্মিক পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। তাহলে তিনি অনুশোচনা করছেন কেন ?

তথ্যঃ

প্রভো – শ্রীগুরুদেব নারদ শিষ্য ব্যাসদেবকে 'প্রভু' সম্বোধনে যে বাক্য বলেছেন, তাতে শিষ্যের দিব্যজ্ঞান লাভের কথা পাওয়া যায়। দিব্যজ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর অধীনস্থ দেহ ও মনকে কৃষ্ণোন্মুখতার জন্য অনুগ্রহ এবং হরিবিমুখতার জন্য নিগ্রহ করতে সমর্থ। আর তাই তিনি সমগ্র অন্তর্বাহ্য জগতের প্রভুত্ব লাভ করেছেন, সেরূপ অবস্থায় তাঁর স্থূলসূক্ষ্ম দেহের বৃত্তি প্রবল হতে পারেনা। নির্বিষয় বৈষ্ণবকে 'গোস্বামী', 'প্রভু' প্রভৃতি সম্বোধন দোষাবহ নয়।

(৫-৭) - ব্যাসদেব কর্তৃক স্বীয় অসন্তোষের কথা স্বীকার, নারদ মুনির মহিমা বর্ণন এবং স্বীয় অপরিপূর্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা

১.৫.৫ – ব্যাসদেব কর্তৃক স্বীয় অসন্তোষের কথা স্বীকার

আপনি আমার সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও আমার হৃদয় সন্তুষ্ট হচ্ছে না। তাই আমি আপনাকে আমার এই অসন্তোষের মূল কারণ জিজ্ঞাসা করছি, কেন না স্বয়ম্ভুব (ব্রহ্মা) সন্তান আপনি অসীম জ্ঞানের অধিকারী।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – **"দেহ বা মনকে স্বরূপ মনে করাই নৈরাশ্যের কারণ"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- **আমাদের সমস্ত অসন্তোষের মূল কারণ** – এই জড় জগতে লব্ধ সমস্ত জ্ঞান দেহ অথবা মনের সঙ্গে সম্পর্কিত।
- **তা বোঝার উপায়** – নারদ মুনির মতো মহাজনের শরণাপন্ন হতে হবে। জড়জাগতিক জ্ঞানের সব চাইতে বড় পণ্ডিতের পক্ষেও তা খুঁজে বার করা সম্ভব নয়।
  ★ নারদ মুনির শরণাগত কেন হতে হবে তা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তথ্যঃ

★ শ্রীব্যাসদেবের অসন্তোষ সম্বন্ধে শ্রী বিজয়ধ্বজ বলেন যে, - শ্রীহরির অবতার শ্রীব্যাস নারদকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে স্বয়ং অপরিমিত জ্ঞানস্বরূপ হয়েও দুষ্টজনগনের মোহনের জন্যই অজ্ঞের ন্যায় স্বীয় অসন্তোষের কারণ শ্রীনারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, বস্তুতঃ তিনি অজ্ঞানবশতঃ কখনই ঐরূপ প্রশ্ন করেন নি; এই মহা বিশেষত্ব বিশেষভাবে জ্ঞাতব্য।

★ শ্রীধর স্বামীপাদ বলেন, শরীরাভিমানী ও মনোভিমানী আত্মাই তাঁর অসন্তোষের মূল কারণ।

১.৫.৬-৭ – নারদের অগাধ বুদ্ধির বর্ণনা (তথ্য)

সূত্রঃ আপনি সর্ব লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত অবতীর্ণ পুরাণপুরুষ, অতএব আজ আমার হিতসাধন করুন।

হে প্রভু! –

★ সমস্ত গোপন তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি অবগত,

কারণ আপনি পরমেশ্বর ভগবানের উপাসনা করেন, (ভগবান এই জড় জগতের সৃষ্টিকর্তা ও ধ্বংসকর্তা এবং চিৎ জগতের পালনকর্তা, তিনি ত্রিগুণাতীত)।

★ সূর্যের মত ত্রিভুবনের সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন,

★ বায়ুর মত সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন,

★ আপনি অন্তর্যামীর মতো সর্বব্যাপ্ত,

তাই দয়া করে আপনি খুঁজে দেখুন ধর্ম আচরণে এবং ব্রত পালনে নিষ্ণাত সত্ত্বেও আমার অক্ষমতা কোথায়।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- **ভক্ত** – সমস্ত জ্ঞানের প্রতীক। ভগবদ্ভক্তির পূর্ণতা প্রাপ্ত এই ধরনের ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের গুণাবলীতে ভুষিত।[1]
- এই চিন্ময় ঐশ্বর্যের কাছে যোগীর অষ্টসিদ্ধি অত্যন্ত তুচ্ছ।[2] পারমার্থিক পূর্ণতা প্রাপ্ত নারদ মুনির মতো ভক্ত তাঁর পারমার্থিক পূর্ণতার প্রভাবে অতি অদ্ভুত সমস্ত কার্য সম্পাদন করতে পারেন, যা সকলেই লাভ করার চেষ্টা করে থাকে।
- শ্রীল নারদ মুনি হচ্ছেন নিত্যসিদ্ধ জীব, কিন্তু তবুও তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ নন।[3]
- দিব্য জ্ঞান, পূণ্য কর্ম, শ্রীবিগ্রহ আরাধনা, দান, ক্ষমা, অহিংসা এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতা সহকারে শাস্ত্র-অধ্যয়ন ভগবদ্ভক্তি লাভের পক্ষে সহায়ক।
- **তথ্যঃ** অন্তরে ও বাহিরে সকল বস্তুর পরিজ্ঞানের নিমিত্ত যোগবলে সর্বপ্রাণীর শরীরাভ্যন্তরে বিচরণক্ষম ও জ্ঞানবলে সর্বসাক্ষিস্বরূপ, অতএব আপনি আমার অসন্তোষের হেতু জানেন।

(৮-২২) - নারদ মুনি কর্তৃক ব্যাসদেবের নিকট কৃষ্ণলীলা বর্ণনের মাহাত্ম্য প্রকাশ

(৮-৯) - ব্যাসদেবের রচনায় দুটি দোষ – ক. হরিকথার অপর্যাপ্ত বর্ণন, খ. চার পুরুষার্থে অধিক গুরুত্ব আরোপ

১.৫.৮ – হরিকথার অপর্যাপ্ত বর্ণন

তুমি পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত মহিমান্বিত এবং নির্মল কীর্তি যথার্থভাবে কীর্তন করনি। যে দর্শন পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলির সন্তুষ্টি বিধান করে না, তা অর্থহীন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "কারণের বিশ্লেষণ"

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- **জীব ও ভগবানের সম্পর্ক** – জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সম্পর্ক হচ্ছে-নিত্য প্রভু এবং নিত্য ভৃত্যের সম্পর্ক। ভগবান জীবরূপে নিজেকে বিস্তার করেছেন তাদের থেকেই প্রেমময়ী সেবা গ্রহণ করার জন্য এবং সেটিই কেবল ভগবান এবং জীব উভয়েরই সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে।
- পারমার্থিক জ্ঞানের শেষ কথা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।
- **রচয়িতার বিচলতা দর্শনে পাঠকেরও দুরাবস্থা সহজবোধ্য** – বেদান্ত-দর্শনের রচয়িতা হচ্ছেন শ্রীল ব্যাসদেব স্বয়ং। তথাপি তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছেন, যদিও তিনিই হচ্ছেন তার রচয়িতা। সুতরাং, বেদান্ত-দর্শনের রচয়িতা শ্রীল ব্যাসদেব যে ভাষ্য বিশ্লেষণ করেননি, সেই বেদান্ত-দর্শন পড়ে অথবা শুনে কি আনন্দ লাভ হতে পারে? এখানে শ্রীমদ্ভাগবত-রূপে বেদান্ত-সূত্রের রচয়িতার বেদান্ত-ভাষ্য প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা উত্থাপন করা হয়েছে।[4]

সারার্থ দর্শিনীঃ

- **শ্রীনারদঃ** তুমি যা বলেছ, তা অনুক্তপ্রায় অর্থাৎ না বলারই মত, যেহেতু ভগবানের সর্বোৎকর্ষ-প্রকাশিনী লীলা ও ভক্তির কথা তুমি বিশেষভাবে বলনি।
- **শ্রীব্যাসঃ** ব্রহ্ম-মিমাংসা শাস্ত্র বেদান্তদর্শন আমার দ্বারা রচিত হয়েছে।
- **শ্রীনারদঃ** যার দ্বারা শ্রীভগবান তুষ্ট হন না সেই দর্শন শাস্ত্রও হেয় (অপূর্ণ, বিফল) বলে মনে করি। সেই দর্শন-প্রণেতা তোমারই যদি চিত্তের অপ্রসন্নতা হয়, তাহলে পুনঃ পুনঃ সেই দর্শন-শাস্ত্র অভ্যাস করে অভ্যাসকারীদের কি চিত্তের প্রসন্নতা হবে? এ বিষয়ে তুমিই প্রমাণ।

অনুতথ্যঃ [1] ভাঃ ৫.১৮.১২ - যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা ......

[2] ভাঃ ৬.১১.২৫ - ন যোগসিদ্ধীর্পুনর্ভবং বা......

[3] সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈর্......

[4] কৈমুতিক ন্যায়

📖 ১.৫.৯ – চার পুরুষার্থে অধিক গুরুত্ব আরোপ

সূত্রঃ ব্যাসদেব যদি বলেন, 'কিন্তু আমি ত ভগবানের মহিমা পদ্মপুরাণের এবং অন্যান্য স্থানেও বর্ণনা করেছি।"

হে মহান্ ঋষি, যদিও তুমি ধর্ম আদি চতুর্বর্গ অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছ, কিন্তু তুমি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের মহিমা বর্ণনা করনি।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- **অনুচ্ছেদ ১ – অনুশোচনার মূল কারণঃ** বিভিন্ন পুরাণে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তনে তাঁর ইচ্ছাকৃত অবহেলা (ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের মতো ভগবৎ মহিমা এত বিস্তারিতভাবে করা হয়নি)।
- **অনুচ্ছেদ ২** – মুক্তি (চতুর্বর্গের চরম ফল) → ভগবদ্ভক্তি (ব্রহ্মভূত স্তর-দিব্য আনন্দের প্রাথমিক স্তর)
- ব্রহ্মভূত স্তরে স্থিত হলে এবং পরমার্থ উপলব্ধির মাত্রা বৃদ্ধি করতে হলে, কর্তব্য হচ্ছে → ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে বারংবার ভগবদ্ভক্তির পন্থা বর্ণনা করা।

(১০-১১) দ্বিবিধ সাহিত্য গ্রন্থ –
ক. ভগবৎ-কথা বিহীন - কাকতীর্থ,
খ. ভগবৎ-কথা পূর্ণ - বৈপ্লবিক ও সাধুদের দ্বারা গ্রহণীয়

সূত্রঃ শ্রীবাসুদেবের মহিমা বর্ণনের অভাবে কবির বিরচিত কাব্যমাত্রেরই নিন্দনীয়ত্ব প্রতিপাদন –

📖 ১.৫.১০ – ভগবৎ-কথা বিহীন সাহিত্য – কাকতীর্থ

যে বাণী জগৎ পবিত্রকারী ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে না, তাকে সন্ত পুরুষেরা কাকেদের তীর্থ বলে বিবেচনা করেন। ভগবদ্ধামে নিবাসকারী পরমহংসরা সেখানে কোন রকম আনন্দ অনুভব করেন না।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "দিব্যজ্ঞানবিহীন সুন্দর বাক্যবিন্যাসের নিন্দা"**
- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**
- **অনুচ্ছেদ ১ – কাক ও হংসের মধ্যে পার্থক্য**
  - ★ **কাক** - সকাম কর্মী বা বিষয়াসক্ত মানুষ
  - ★ **হংস** - সর্বতোভাবে পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত সন্ত পুরুষ
- **অনুচ্ছেদ ২ – জড় সাহিত্য ও আধ্যাত্মিক সাহিত্যের পার্থক্য**
  - ★ **জড় সাহিত্য** – মৃত দেহের সজ্জা [5]
- **তথ্যঃ** এই শ্লোক ব্যতিরেক ভাবে ভগবন্মাহাত্ম্য বর্ণন করা হয়েছে।
- ভাঃ ১২.১২.৫১ সংখ্যায়ও এই শ্লোক দৃষ্ট হয়

📖 ১.৫.১১ – ভগবৎ-কথা পূর্ণ সাহিত্য – বৈপ্লবিক ও সাধুদের দ্বারা গ্রহণীয়

পক্ষান্তরে যে সাহিত্য অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, যশ, লীলা ইত্যাদির বর্ণনায় পূর্ণ, তা দিব্য শব্দ-তরঙ্গে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সৃষ্টি, যা এই জগতের উদ্ভ্রান্ত জনসাধারণের পাপ-পঙ্কিল জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা করে। এই অপ্রাকৃত সাহিত্য যদি নির্ভুলভাবে রচিত না হয়, তবুও তা সৎ এবং নির্মল চিত্ত সাধুরা তা –

- ★ শৃণ্বন্তি - শ্রবণ করেন,
- ★ গায়ন্তি - কীর্তন করেন এবং
- ★ গৃণন্তি - গ্রহণ করেন।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "শ্রীমদ্ভাগবত প্রচারের প্রয়োজনীয়তা"**
- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**
- **অনুচ্ছেদ ১** – খারাপের মধ্য হতে ভাল গ্রহণ [6]
- **অনুচ্ছেদ ২** – ভগবৎ চেতনা বিহীন বর্তমান বিশ্বের অবস্থা (ভারত-চীনের যুদ্ধ)
- **অনুচ্ছেদ ৩** – ভারতবাসীর দায়িত্ব ও কর্তব্য (সারা বিশ্বে শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার)
- শ্রীমদ্ভাগবত রচনার ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও বহু অসুবিধা – বিশেষত ভাষা। (দৃষ্টান্ত – গৃহে আগুন লাগলে বিদেশি প্রতীবেশীদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা)।
- **অনুচ্ছেদ ৪** – কলিযুগের মানুষের জড় বিষয়ে প্রবলাসক্তি। (উদাঃ অশ্লীল সাহিত্য)
- **অনুচ্ছেদ ৫** – শ্রীমদ্ভাগবত দ্বারা সাহিত্য পাঠের এই আকাঙ্খা চরিতার্থ
  - **দৃষ্টান্ত** – পাণ্ডু রোগাক্রান্ত রোগীর জন্য মিছরিই হচ্ছে ঔষধ, যদিও সে তা খেতে চায় না।
- **অনুচ্ছেদ ৬** – মানব সমাজ কর্তৃক সাদরে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রহণের নিশ্চয়তা
- **সারার্থ দর্শিনী**–সেই নামসমূহ সাধুগণ বক্তা থাকলে শ্রবণ করেন, শ্রোতা থাকলে কীর্তন করেন, এবং কেউ না থাকলে নিজেই গান করেন।
- **তথ্যঃ** এই শ্লোক অন্বয়ভাবে ভগবন্মাহাত্ম্য বর্ণন করা হয়েছে।
- ভাঃ ১২.১২.৫২ সংখ্যায়ও এই শ্লোক দৃষ্ট হয়

(১২-১৬) - ভক্তিই একমাত্র পরম ধন এবং ব্যাসদেবের উচিত এর মহিমা বর্ণন

সূত্রঃ কেবল ভক্তিরহিত বাক্যমাত্রই ব্যার্থ, তা নয়, শ্রৌতবাক্যের দ্বারা প্রতিপাদ্য অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ) জ্ঞানও যদি ভক্তিবিরহিত হয়, তাও ব্যার্থ, আর পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) জ্ঞান, কিংবা নিষ্কাম কর্ম, অথবা সকাম কর্ম যে ভক্তিরহিত হলে অতিশয় ব্যর্থ তাই বলছেন 'নৈষ্কর্মম্' ইত্যাদি শ্লোকে।

📖 ১.৫.১২ – অচ্যুত কথা বর্জিত আত্মোপলব্ধির জ্ঞানও অর্থহীন

আত্মোপলব্ধির জ্ঞান সব রকমের জড় সংসর্গবিহীন হলেও তা যদি অচ্যুত ভগবানের মহিমা বর্ণনা না করে তা হলে তা অর্থহীন। তেমনই যে সকাম কর্ম শুরু থেকেই ক্লেশদায়ক এবং অনিত্য, তা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার উদ্দেশ্যে সাধিত না হয় তা হলে তার কি প্রয়োজন ?[7]

---

[5] মধ্য ১৯.৭৫ ভগবদ্ভক্তিহীনস্য ... অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্

[6] বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চনং -- নীচাদপ্যুত্তমা বিদ্যা স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি (নীতি শাস্ত্র - চানক্য পণ্ডিত)

[7] কৈমুতিক ন্যায়।

✍ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ভগবান বিহীন সবকিছুই অশুভ"**

✍ **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের দিব্য মহিমাবিহীন সাধারণ সাহিত্যই কেবল নয়, বৈদিক শাস্ত্রাদি নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানও যখন ভগবদ্ভক্তির মহিমা বর্ণনা করে না, তখন তাও নিন্দনীয় বলে বর্জন করা হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের যেখানে নিন্দা করা হচ্ছে, তখন ভগবদ্ভক্তিহীন সকাম কর্মের কি কথা?

✍ **তথ্যঃ** ভাঃ ১২.১২.৫৩ সংখ্যায়ও এই শ্লোক দৃষ্ট হয়

চৈ.চ. মধ্য ২২.১৭-১৮

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।
ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্মযোগ জ্ঞান্॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥

📖 ১.৫.১৩ – আধ্যাত্মিক লেখক হিসেবে ব্যাসদেবের যোগ্যতা

হে ব্যাসদেব,

- ★ তোমার দৃষ্টি সর্বতোভাবে পূর্ণ,
- ★ তোমার যশ নিষ্কলঙ্ক,
- ★ তুমি দৃঢ়ব্রত,
- ★ সত্যপ্রতিষ্ঠ।

তাই জনসাধারণের জড় বন্ধন মোচন করার জন্য তুমি সমাধিমগ্ন হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের লীলাসমূহ দর্শন করতে পার।

✍ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "পরম পূর্ণে চিত্তকে স্থির কর"**

✍ **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**

✍ **অনুচ্ছেদ ১** – মানুষেরে সাহিত্যে ও নতুন নতুন তথ্য জানতে স্বাভাবিক রুচি। কিন্তু একদল প্রবঞ্চকের রচিত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সম্বন্ধীয় সাহিত্যের দ্বারা তারা জড় বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে।

✍ শ্রীল নারদ মুনি অথবা ব্যাস্যদেবের মতো দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন পরমার্থবাদীরা নতুন নতুন জ্ঞান আহরণে উৎসুক মানুষদের অপ্রাকৃত জগতের অন্তহীন সংবাদ প্রদান করতে পারেন।

✍ **অনুচ্ছেদ ২** – শ্রীমদ্ভাগবত ও তাঁর রচয়িতা শ্রীল ব্যাসদেবের মহিমা

✍ হাজার হাজার পণ্ডিত, হাজার হাজার গ্রন্থ – কিন্তু পারমার্থিক বিষয়ের অভাব

📖 ১.৫.১৪ – ভগবৎ গুণমহিমা ব্যতীত অন্যসব নিরর্থক

ভগবানকে ছাড়া তুমি আর যা কিছু বর্ণনা করতে চাও, তা সবই বিভিন্ন রূপ, নাম এবং পরিণামরূপে মানুষের চিত্তকে উদ্বিগ্ন এবং উত্তেজিত করবে।

দৃষ্টান্তঃ ঠিক যেভাবে একটি আশ্রয়বিহীন নৌকা বায়ুর দ্বারা তাড়িত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়।

✍ **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**

✍ কৃষ্ণভক্তি → গাছের গোড়ায় জল দান, উদরে খাদ্যদান[4]

✍ **অল্প বিক্ষেপে মহা উপদ্রব** – ভগবদ্ভক্তির মার্গ থেকে একটু বিক্ষিপ্ত হলেই আত্মজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টায় উপদ্রব সৃষ্টি হতে পারে। যদি একটি ছোট ভ্রান্তির ফলে এইরূপ উপদ্রব সৃষ্টি হয়, তা হলে অদ্বয় তত্ত্ব ভগবানের থেকে ভিন্ন ভাবধারায় স্বেচ্ছাকৃত প্রচারের ফলে যে কি সর্বনাশ হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

✍ **দেবোপাসনার বিপদ** – বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করার সব চাইতে বড় বিপদ হচ্ছে যে তার ফলে এক বিশেষ সর্বেশ্বরবাদের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলস্বরূপ বহু ধর্ম-সম্প্রদায় গড়ে ওঠে যা জীবের সঙ্গে ভগবানের প্রেমময়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

✍ **সারার্থ দর্শিনী** – ব্যতিরেকভাবে বলছেন।

✍ **তথ্যঃ** গীতা ২.৪১ – ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি......

📖 ১.৫.১৫ – ধর্মের নামে ভোগে অনুপ্রেরণা

সূত্রঃ ব্যাসদেব হয়ত বলতে পারেন, "আমি ভগবানের যশ গ্রহণ করাবার জন্যই মহাভারতাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করেছি, কিন্তু ভগবদ্ভক্তি গ্রহণে অনিচ্ছুক কামই জনগণের শাস্ত্রে প্রবর্তনের জন্যই প্রথমে গ্রাম্য-সুখরূপ প্রক্ষেপ দিয়েছি। কিন্তু সেখানে অন্য কোন পৃথক্ উদ্দেশ্য নেই।"

নারদ মুনিঃ জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই ভোগের প্রতি আসক্ত এবং ধর্মের নামে তুমি তাদের তাতে আরও অনুপ্রাণিত করেছ। তা বিশেষভাবে নিন্দনীয় এবং অবিবেচকের মতো কাজ হয়েছে। তোমার দ্বারা এইভাবে নির্দেশিত হয়ে তারা ধর্মের নামে প্রবৃত্তি মার্গে লিপ্ত হবে এবং নিবৃত্তি মার্গ আর অনুসরণ করবে না।

✍ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "মানুষের অক্ষমতা"**

✍ **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**

✍ **অনুচ্ছেদ ১, ২, ৩** – বেদ ও মানব জীবনের উদ্দেশ্য – সম্বন্ধ পুনঃস্থাপন, জড় আসক্তি নাশ, ভগবানে শরণাগতি এবং ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন।

✍ বেদে মাংসাহারের নির্দেশ – এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মাংসাহার নিবৃত্ত করা।

✍ **অনুচ্ছেদ ৪** –

✍ **সুদক্ষ চিকিৎসকঃ** রোগগ্রস্ত মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে নিষিদ্ধ খাদ্য আহার করা। সুদক্ষ চিকিৎসক কখনই রোগীকে তার ইচ্ছামত আহার করতে দেওয়ার প্রবণতার সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করেন না।

✍ **গীতার নির্দেশঃ** ভগবদ্‌গীতাতে বলা হয়েছে যে, যে মানুষ সকাম কর্মের প্রতি আসক্ত তাকে তার বৃত্তি থেকে নিরুৎসাহ করা উচিত নয়, কেন না ধীরে ধীরে সে আত্মজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হতে পারে। যে সমস্ত মানুষ তত্ত্বজ্ঞানরহিত শুষ্ক জ্ঞানমার্গে অধিষ্ঠিত, তাদের বেলায় এই নির্দেশ প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু যারা ভগবদ্ভক্তির মার্গে অধিষ্ঠিত তাদের এই ধরনের উপদেশের প্রয়োজন হয় না।

[4] যথা তরোর্মূলনিষেচনেন ......

📖 ১.৫.১৬ – মহৎ আশয়সম্পন্ন ব্যক্তির কর্তব্য – বিষয়াসক্তদের পথ প্রদর্শন

পরমেশ্বর ভগবান অসীম। জড় সুখভোগের বাসনা থেকে বিরত, অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিরাই কেবল এই পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করার যোগ্য। তাই যারা জড় বিষয়াসক্তির ফলে এই স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেনি, তোমার মতো মহৎ আশয়সম্পন্ন ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনা করার মাধ্যমে তাদের পথ-প্রদর্শন করা।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "অজ্ঞ মানুষের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ"

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- ভগবতত্ত্ব-বিজ্ঞান অত্যন্ত কঠিন বিষয়, বিশেষ করে তা যখন পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য স্বরূপ বর্ণনা করে। এই বিষয়টি সাংসারিক কার্যে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিদের বোধগম্য নয়।
- পারমার্থিক জ্ঞান → জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বিরত → মহৎ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করার যোগ্যতা

- **প্রচার কৌশল** – স্থান এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে সুদক্ষ ভক্তরা জনসাধারণকে কৃষ্ণভক্তে পরিণত করার জন্য নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন। ভগবানের প্রেমময়ী সেবা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং সুদক্ষ ভক্ত বিষয়াসক্ত জনসাধারণের স্থূল মস্তিষ্কে তা সঞ্চারিত করার বিচক্ষণ উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন। (উদাঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর অনুগামীরা)।

(১৭-১৯) - ভক্তির প্রগতি অবিনশ্বর এবং পতনেও ক্ষতি নেই

📖 ১.৫.১৭ – ভক্তিতে পতনেও বিফলতা নেই

ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য যিনি জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করেছেন, অপক্ব অবস্থায় যদি কোন কারণে তাঁর পতনও হয়, তবুও তাঁর বিফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। পক্ষান্তরে, অভক্ত যদি সর্বতোভাবে নৈমিত্তিক ধর্ম-অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়, তবুও তাতে তার কোন লাভ হয় না।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- কেউ যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি এই সমস্ত কর্তব্য থেকে মুক্ত হন।[9]
- তাই কেউ যদি তা করেন এবং ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে সফল হন, তা হলে খুবই ভাল হয়। কিন্তু কখনো কখনো এমনও হতে পারে যে সাময়িক ভাবপ্রবণতার বশবর্তী হয়ে কেউ ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে ভগবানের শরণাগত হল এবং তারপর অসৎ সঙ্গের প্রভাবে সে ভক্তিমার্গ থেকে অধঃপতিত হল। ইতিহাসে সে রকম কত দৃষ্টান্ত রয়েছে।
    - ★ ভরত মহারাজ, চিত্রকেতু মহারজ, অজামিল
- কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে যে ভগবানের চরণারবিন্দে শরণগত হওয়ার পর যদি কারো পতনও হয়, তবুও তিনি কখনই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা বিস্মৃত হবেন না। একবার ভগবানের সেবায় যুক্ত হলে সর্ব অবস্থাতেই সেই সেবা চলতে থাকে।
- ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে যে স্বল্প ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনও অত্যন্ত ভয়ংকর অবস্থা থেকে জীবকে উদ্ধার করতে পারে।[10]

📖 ১.৫.১৮ – দুর্লভ সারগ্রহণে প্রয়াসীই যথার্থ বুদ্ধিমান

সূত্রঃ যদি বলেন, "স্বধর্মরূপ কর্মের অনুষ্ঠানে পিতৃ লোক প্রাপ্ত হয়"

যে সমস্ত মানুষ যথার্থই বুদ্ধিমান এবং পারমার্থিক বিষয়ে উৎসাহী, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সেই চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়াস করা, যা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক (ব্রহ্মলোক) থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন লোক (পাতাল লোক) পর্যন্ত ভ্রমণ করেও লাভ করা যায় না। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ যে জড়-সুখ, তা কালের প্রভাবে আপনা থেকেই লাভ হয়, ঠিক যেমন আকাঙ্ক্ষা না করলেও কালক্রমে আমরা দুঃখভোগ করে থাকি।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "প্রধান কর্তব্য"

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "জীবনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত"

- ভগবানের আইন অনুসারে জীব তাঁর কর্মের ফলস্বরূপ বিভিন্ন উচ্চাবচ জাগতিক স্থিতি লাভ করে।
- সকল জাগতিক স্থিতি এমনকি ব্রহ্মলোকও অনিত্য।
- দুঃখ এবং মিশ্র সুখ।
- তাই কেবলমাত্র ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। সেটিই প্রতিটি মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

---

[9] ভাঃ ১১.৫.৪১ দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাংপিতৃণাং ....

[10] গীতা ২.৪০ নেহা-বিক্রম ... ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ

📖 ১.৫.১৯ – ভক্তিফল চিরস্থায়ী

সূত্রঃ শ্লোক ১৭ এর "যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদম" (ভক্তের বিফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না) ইত্যাদি বাক্য এখানে প্রতিপন্ন করছেন।

হে প্রিয় ব্যাস, কোন না কোন কারণে কৃষ্ণভক্তের পতন হলেও তাঁকে কখনই অন্যদের মতো (সকাম কর্মী ইত্যাদি) সংসার-চক্রে পতিত হতে হয় না, কেন না, যে মানুষ একবার পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অমৃত আস্বাদন করেছেন, তিনি নিরন্তর ভগবানের স্মরণ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন না।

✍ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – **"চিরস্থায়ী লাভ"**

✍ তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

✍ অনুচ্ছেদ ১ –

✍ **অনাথ ও রাজপুত্র**

- ★ অনাথের দুঃখ এবং রাজার প্রিয় পুত্রের দুঃখ এক নয়
- ★ ভক্তের পতন কখনও সকাম কর্মীদের পতনের মত নয়।
- ★ কর্মী তার কর্মফল ভোগ করে, কিন্তু ভক্তকে ভগবান নিজে দণ্ড দান করে সংশোধন করেন।

✍ **ভগবানের বিশেষ কৃপাঃ--**[11]

✍ অনুচ্ছেদ ২ –

২ প্রকার ভক্ত –

i. একজীবনে অকৃতকার্য হয়ে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ অথবা ধনী পরিবারে জন্ম লাভ করে পুনরায় ভক্তির সুযোগ পান।
ii. ভগবানের বিশেষ কৃপায় সর্বস্ব হারিয়ে অসহায় হন। (পূর্বোক্ত)

এদের মধ্যে ২য় প্রকার অর্থাৎ ভগবৎ কৃপায় অসহায় ভক্তই অনেক বেশি ভাগ্যবান। কারণ তাঁরা তাঁদের সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় প্রভাবে অচিরেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ফিরে যান। কিন্তু ১ম প্রকার ভক্তরা দুর্ভাগ্যবশত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের কথা ভুলে যেতে পারেন।

(২০-২২) - ব্যাসদেবের প্রতি আরও স্পষ্টভাবে ভগবৎ মহিমা বর্ণনের উপদেশ

📖 ১.৫.২০ – ভগবত্তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

(সূত্রঃ মূখ্যভাবে শ্রীহরির লীলা কীর্তন করবার জন্যই ব্যাসদেবকে বলা হয়েছে। সে কথায় ভগবান কে ও তাঁর লীলা কি? তা বলার জন্যই এই শ্লোকের অবতারনা।)

পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং এই বিশ্ব, তথাপি তিনি তার অতীত। তাঁর থেকেই এই জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁকে আশ্রয় করেই এই জগৎ বর্তমান, এবং প্রলয়ের পর তাঁর মধ্যেই তা লীন হয়ে যায়। তুমি সে সবই জান। আমি কেবল সংক্ষেপে তোমাকে তা বলেছি।

✍ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – **"ভগবানের সবিশেষ ও নির্বিশেষ রূপ"**

✍ তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ **"ভগবানের শক্তি ও রূপ"**

✍ অনুচ্ছেদ ১ – ভগবান সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয়ই।

✍ অব্যক্ত জগৎও মুকুন্দ, কেন না তা মুকুন্দের শক্তি থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

- ★ **দৃষ্টান্ত** - শাখা-প্রশাখাগুলিও বৃক্ষ; কিন্তু পূর্ণ বৃক্ষটি পাতা নয় অথবা শাখা-প্রশাখা নয়

✍ 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' – সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই উক্তিটির অর্থ হচ্ছে যেহেতু সব কিছুই পরম ব্রহ্ম থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তাই সবই ব্রহ্ম।

- ★ **দৃষ্টান্ত** – তেমনই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাত-পাগুলিকে দেহ বলা হয়, কিন্তু পূর্ণ দেহটি হাত অথবা পা।

✍ দেহের সঙ্গে যুক্ত হাত অথবা পায়ের মতো থাকে না। তেমনই, ভগবদ্বিহীন সভ্যতা, যা পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা থেকে বিচ্ছিন্ন, তা ঠিক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হাত পায়ের মতো। সেই বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি দেখতে অনেকটা হাত অথবা পায়ের মতো হলেও তা দিয়ে কোন কাজ হয় না।

✍ অনুচ্ছেদ ২ – বেদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান স্বাভাবিকভাবে পূর্ণশক্তিমান এবং তাই তাঁর পরা-শক্তি সর্বদাই পূর্ণ এবং তাঁরই মতো।

- ★ অন্তরঙ্গা শক্তি – উৎকৃষ্ট, চেতন সত্তা, পুর্ণভাবে অভিন্ন।
- ★ বহিরঙ্গা নিকৃষ্ট, জড়, তাই আংশিকভাবে অভিন্ন।

✍ আর ভগবান হচ্ছেন এই শক্তিগুলির অধীশ্বর বা শক্তিমান।

- ★ **দৃষ্টান্তঃ** বিদ্যুৎ-শক্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তা সর্বদাই ইঞ্জিনিয়ারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

✍ অনুচ্ছেদ ৩ – জীবও ভগবানের মতো। কিন্তু কোন অবস্থাতেই জীব ভগবানের সমকক্ষ অথবা ভগবানের থেকে বড় হতে পারে না।

[11] ভাঃ ১০.৮৮.৮ যস্যাহং অনুগৃহ্ণামী......

- মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পর ভগবানের গুণাবলীর একটি বৃহৎ অংশ লাভ করতে পারে (প্রায় শতকরা ৭৮ ভাগ), কিন্তু সে কখনই পরমেশ্বর ভগবানকে অতিক্রম করতে পারে না।

১.৫.২১ – সুযোগ্য ব্যাসদেবকে ভগবল্লীলা বর্ণনে নির্দেশ

(সূত্রঃ পূর্ব শ্লোকে যে বলেছিলেন, "তুমি সে সবই জান", এই শ্লোকে তা প্রতিপন্ন করছেন।)

তুমি পূর্ণদ্রষ্টা। তুমি আত্মার দ্বারা অন্তর্যামী পরমাত্মা ভগবানকে জানতে পার, কেন না তুমি ভগবানের কলা-অবতার। যদিও তুমি জন্মহীন, তবুও সমস্ত মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য তুমি এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছ। তাই দয়া করে তুমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাসমূহ অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা কর।

- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "গুরু গ্রহণ"**
- এমন কি স্বয়ং ভগবান হলেও শ্রীল ব্যাসদেব আচরণের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন যে সকলকেই গুরু গ্রহণ করতে হয়।
- শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভগবানের সমস্ত অবতারেরা সর্বজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও গুরু গ্রহণ করেছেন।

১.৫.২২ – তত্ত্বদ্রষ্টা মহর্ষিদের সিদ্ধান্ত

(সূত্রঃ পূর্বে বলা হয়েছে, সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ভক্তির দ্বারাই জীব কৃতকার্য্য হয়। এখন কোন ভক্তের কোন কোন বিষয়ে যদি স্পৃহা থাকে, তাহলে সেসকল ধর্মও একমাত্র ভক্তির দ্বারাই সিদ্ধ হয় (পৃথক্‌ভাবে সেই ধর্মগুলির অনুষ্ঠানের দ্বারা নয়), এই কথাই এই শ্লোকে বলছেন।)

তত্ত্বদ্রষ্টা মহর্ষিরা যথাযথভাবে সিদ্ধান্ত করেছেন যে তপশ্চর্যা, বেদপাঠ, যজ্ঞ, মন্ত্রোচ্চারণ এবং দান আদির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তমশ্লোক, ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের বর্ণনা করা।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "সমস্ত সাংস্কৃতিক সম্পদের উদ্দেশ্য"**
- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**
- **অনুচ্ছেদ ১** – '**বিষ্ণুমায়া**' কথাটির অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়-সুখবোগ, যা অনিত্য এবং ক্লেশদায়ক। বিষ্ণুমায়ার বাহ্যিক সৌন্দর্যের দ্বারা মোহিত মানুষ বুঝতে পারে না যে আত্মোপলব্ধির পূর্ণতা নির্ভর করে বিষ্ণুকে উপলব্ধি করার উপর।
- **অনুচ্ছেদ ২** – **জ্ঞানের উদ্দেশ্য -** যখন জ্ঞানের প্রগতি ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়, তখন তা পরমতত্ত্বে পর্যবসিত হয়। 'জ্ঞান' যদি ভগবানের সেবায় নিয়োগ না করা হয়, তা হলে তা অজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়।

(২৩-৩১) - নারদ মুনি কর্তৃক তাঁর পূর্ব জীবন বর্ণন

সূত্রঃ যাদৃচ্ছিকী ভগবদ্ভক্তের কৃপাই পূর্বোক্ত লক্ষণা শুদ্ধা ভক্তির হেতু, অন্যকোন তপস্যাদি নয় – তা বলবার জন্য দেবর্ষি নারদ নিজের পূর্ব বৃত্তান্ত বলছেন।

১.৫.২৩ – বেদজ্ঞ ঋষিদের পরিচর্যারত দাসীপুত্র নারদ

হে মুনিবর, পূর্বকল্পে আমি বেদজ্ঞ ঋষিদের পরিচর্যারত এক দাসীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। বর্ষাকালের চারটি মাসে তাঁরা যখন একত্রে বসবাস করছিলেন, তখন আমি তাঁদের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম।

- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**
- **মায়ার সংজ্ঞা –** জীব হচ্ছে ভগবানের তটস্থা শক্তি, এবং তাই তাদের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যথাযথভাবে যুক্ত হওয়া। তা যখন করা হয় না, তখনকার সেই অবস্থাকে বলা হয় 'মায়া'।
- ভগবানের সেবা শুরু হয় ভগবানের সেবকের সেবা করার মাধ্যমে।
- সদ্‌গুরুর সেবা করা হলে, সেই সেবার অনুপাত অনুসারে ভগবান নিজেকে সেই ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত করেন।

(২৪-২৮) – নারদ মুনির ভক্তিতে ১৪টি স্তর

১.৫.২৪ – অদ্ভুত বালক নারদ

সতাম কৃপা, মহতসেবা, শ্রদ্ধা, গুরুপদাশ্রয় – যদিও তাঁরা ছিলেন সমদর্শী, সেই বেদজ্ঞ মুনিরা তাঁদের অহৈতুকী করুণার প্রভাবে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। যদিও আমি তখন ছিলাম একটি বালক মাত্র, কিন্তু তবুও আমি ছিলাম সংযত এবং সব রকম শিশুসুলভ খেলাধুলার প্রতি উদাসীন। তদুপরি, আমি দুরন্ত ছিলাম না এবং আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতাম না।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ভক্তিবেদান্তগণ"**
- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**
- শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে, বেদের বিষয়বস্তু কেবল তিনটি।
  - ★ সম্বন্ধ – পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা করা,
  - ★ অভিধেয় – সেই সম্বন্ধযুক্ত হয়ে ভগবানের সেবা করা এবং
  - ★ প্রয়োজন – তার ফলে পরম লক্ষ্য ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া।
- বৈদিক গুরুকুল ও শিক্ষাব্যাবস্থা।
- আত্ম-সংযত না হলে, সুনিয়ন্ত্রিত না হলে এবং সম্পূর্ণরূপে বাধ্য না হলে কেউই ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে না।

১.৫.২৫ – বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট গ্রহণের ফল

ভজনে স্পৃহা, ভক্তি, অনর্থ নাশ, নিষ্ঠা, রুচি – একবার কেবল অনুমতি গ্রহণপূর্বক আমি তাঁদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেছিলাম, এবং তাঁর ফলে আমার সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়েছিল। তার ফলে আমার হৃদয় নির্মল হয় এবং সেই সময় সেই পরমার্থবাদীদের আচরণের প্রতি আমি আকৃষ্ট হই।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য"**

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- **সংক্রামক ব্যাধি** – শুদ্ধ-ভক্তি অনেকটা সংক্রামক ব্যাধির মতো, তবে তা শুভ অর্থে সংক্রামক ব্যাধির মতো। শুদ্ধ ভক্ত সব রকমের পাপ থেকে মুক্ত।
- শুদ্ধ ভক্তের গুণাবলীর দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় নিরন্তর যুক্ত থাকার আস্বাদন লাভ করা।
- **উচ্ছিষ্ট গ্রহণ** – শুদ্ধ ভক্তদের এই ধরনের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ এমন কি অনেক সময় তাঁদের অনুমতি ব্যতিরেকেই করা যেতে পারে। কখনও কখনও কিছু নকল ভক্তও দেখা যায় এবং তাদের সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। ভগবদ্ভক্তির জগতে প্রবেশ করার পথে নানা রকম প্রতিবন্ধক রয়েছে।
- **তথ্যঃ** বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট মহিমা প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যলীলা ১৬শ অধ্যায়ে কালিদাস নামক গৌর পার্ষদের কথা দ্রষ্টব্য।

১.৫.২৬ – কৃষ্ণকথা শ্রবণ

আসক্তি, রতি (ভাব) – হে ব্যাসদেব, সেখানে সেই ঋষিরা প্রতিদিন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষক কার্যকলাপের বর্ণনা করতেন। তাঁদের অনুগ্রহে আমি তা শ্রবণ করতাম। এইভাবে নিবিষ্ট চিত্তে তা শ্রবণ করার ফলে প্রতি পদে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণে আমার রুচি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক** – **"শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের অলৌকিক ফল"**
- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**
- **অবতারের কারণ** – ভগবান তাঁর অহৈতুকী করুণার প্রভাবে জড় জগতে অবতরণ করেন এবং একজন মানুষের মতো রূপ পরিগ্রহ করে তিনি তাঁর বিভিন্ন অপ্রাকৃত লীলাবিলাস প্রদর্শন করেন, যাতে মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চিজ্জগতে ফিরে যেতে পারে।
- **শ্রবণ মাহাত্ম্য** – কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ করার ফলে ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করা যায়।

১.৫.২৭ – আত্মজ্ঞান লাভ

হে মহর্ষি, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি রুচি লাভ করা মাত্রই ভগবানের মহিমা শ্রবণে আমি স্থির মতিসম্পন্ন হয়েছিলাম। সেই রুচি যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততই আমি বুঝতে পারি যে আমার অজ্ঞানতার ফলে আমাকে এই স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করতে হয়েছে, কেন না ভগবান এবং জীব উভয়ই প্রপঞ্চাতীত।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরকে ভগবানের সেবায় নিয়োগ করার পন্থা।
- **স্থূল শরীর** – কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা স্থূল শরীরকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে হবে (যেমন ভগবানের জন্য জল আনা, মন্দির পরিষ্কার করা অথবা প্রণতি নিবেদন করা)। অর্চন পদ্ধতির দ্বারা মন্দিরে ভগবানের পূজার দ্বারা স্থূল শরীর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়।
- **সূক্ষ্ম শরীর** – তেমনই, সূক্ষ্ম মনকে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ, স্মরণ, তাঁর নাম উচ্চারণ ইত্যাদির দ্বারা ভগবানের সেবায় যুক্ত করতে হয়। এই ধরনের সমস্ত কার্যকলাপগুলি প্রপঞ্চাতীত।

১.৫.২৮ – ভক্তিপ্রবাহ দ্বারা গুণপ্রবাহ অতিক্রম [12]

প্রেম – এইভাবে বর্ষা এবং শরৎ-এই দুটি ঋতুতে সেই মহান ঋষিদের দ্বারা কীর্তিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির কীর্তন শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ভগবদ্ভক্তির প্রতি আমার প্রবৃত্তি যখন প্রবাহিত হতে শুরু করল, তখন রজ এবং তমোগুণের আবরণ বিদূরিত হয়ে গেল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ "ভক্তি প্রবাহ"

- নদী যেমন সমুদ্রে মিলিত হওয়া পর্যন্ত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হতে থাকে, তেমনই শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিও চরম লক্ষ্য ভগবৎ-প্রেম লাভ পর্যন্ত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। ভগবদ্ভক্তির এই প্রবাহ রোধ করা যায় না। পক্ষান্তরে, তা অন্তহীনভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। [13]
- **সারার্থ দর্শিনী** – ১৩শ ও ১৪শ ধাপ অর্থাৎ দর্শন এবং সাক্ষাৎ মাধুর্যের অনুভব পরবর্তী অধ্যায়ে বলবেন।

(২৯-৩১) - ভক্তিবেদান্তগণ কর্তৃক নারদ মুনিকে পরম গুহ্য ভগবৎ জ্ঞান প্রদান

১.৫.২৯ – শিষ্যের কর্তব্য [14]

আমি সেই ঋষিদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিলাম। আমার ব্যবহার ছিল নম্র এবং তাঁদের সেবা করার ফলে আমার সমস্ত পাপ মোচন হয়েছিল। আমার হৃদয়ে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। আমি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেছিলাম এবং আমার দেহ ও মনের দ্বারা আমি অবিচলিতভাবে তাঁদের আজ্ঞা পালন করেছিলাম।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত ১ম শীর্ষক** – **"সাধুসঙ্গের প্রভাব"**
- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত ২য় শীর্ষক** – **"কনিষ্ঠ ভক্তের কর্তব্য"**
- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ** **"নির্মল শুদ্ধ-ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য যোগ্য প্রার্থীর যোগ্যতা"**

---

[12] ভাঃ ৬.১৭.২০ গুণপ্রবাহ এতস্মিন্ ....

[13] ভাঃ ৪.৯.১১ ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো .....

[14] গীতা ৪.৩৪ - তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া.............

- এই জীবনেই সাফল্য লাভে বদ্ধপরিকর ভক্তের কয়েকটি বিশেষ লক্ষণঃ
- ★ সর্বদাই শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ অন্বেষণ করা উচিত।
- ★ কখনই কপট ভক্তের দ্বারা বিপথগামী হওয়া উচিত নয়।
- ★ অবশ্যই সরল এবং বিনম্র চিত্তে এই ধরনের শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশ গ্রহণ করতে হয়।
- ★ সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে শুদ্ধ ভক্তের সেবা করা।

১.৫.৩০ – গুরুর কর্তব্য [15]

দীনবৎসল সেই ভক্তিবেদান্তরা যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা স্বয়ং ভগবান প্রদত্ত পরম গুহ্যজ্ঞান আমাকে দান করেছিলেন।

- শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – **"যথার্থ গুরুদেব"**
- তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ **"জ্ঞান"**
- **গুহ্য জ্ঞানঃ** ভগবদ্ভক্তির জ্ঞান নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের অনেক অনেক উপরের বিষয়। 'জ্ঞান' বলতে সাধারণ জ্ঞান অথবা যে কোন ধরনের জ্ঞান বোঝায়। সেই জ্ঞান নির্বিশেষ ব্রহ্ম পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।
- **গুহ্যতর জ্ঞানঃ** তার উপরে, সেই জ্ঞান যখন আংশিকভাবে ভক্তি-মিশ্রিত হয়, তখন তা পরমাত্মা উপলব্ধি বা ভগবানের সর্বব্যাপকতা উপলব্ধি পর্যন্ত প্রসারিত হয়।
- **গুহ্যতম জ্ঞানঃ** কিন্তু এই জ্ঞান যখন শুদ্ধ ভক্তিতে পর্যবসিত হয়, তখন তাকে বলা হয় গুহ্যতম জ্ঞান। এই গুহ্যতম জ্ঞান ভগবান ব্রহ্মা, অর্জুন, উদ্ধব আদি শুদ্ধ ভক্তদের দান করেছিলেন।

১.৫.৩১ – গুহ্যতম জ্ঞানের প্রভাব

সেই গুহ্যতম জ্ঞানের প্রভাবে আমি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তির প্রভাব স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম। তা জানার ফলে সহজেই তাঁর কাছে ফিরে যাওয়া যায় এবং তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করা যায়।

- তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ **"ভগবানের শক্তি"**
- ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে অথবা গুহ্যতম জ্ঞানের প্রভাবে, ভগবানের বিভিন্ন শক্তি কিভাবে কাজ করছে, তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।
- ভগবানের অনন্ত শক্তি সমূহকে তিনটি প্রধান বিভক্ত করা হয়।
- **অন্তরঙ্গা** – জড় জগৎ।
- **বহিরঙ্গা** – চিন্ময় জগৎ।
- **তটস্থা** – জীব।
  - ★ **মুক্ত জীব** – অন্তরঙ্গা শক্তির সেবা করছে।
  - ★ **বদ্ধ জীব** – বহিরঙ্গা শক্তির সেবা করছে।

(৩২-৪০) - নারদ মুনি কর্তৃক ব্যাসদেবের প্রতি উপদেশ

(৩২-৩৬) - কর্মযোগের পন্থা - ভগবানের সেবায় কর্ম

১.৫.৩২ – ত্রিতাপ চিকিৎসা

হে ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞরা বলে গেছেন যে ত্রিতাপ দুঃখ নিরাময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় **(তাপত্রয়-চিকিৎসিতম্)** হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করা।

- শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – **"শরণাগতির অর্থ"**
- তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ
- **শ্রীনারদ মুনির ব্যক্তিগত উপলব্ধিঃ** সব রকমের দুঃখ উপশম করার বা ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সব চাইতে ব্যবহারিক এবং সব চাইতে সরল পন্থা হচ্ছে প্রামাণিক এবং নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপের বর্ণনা বিনীতভাবে শ্রবণ করা।
- ভগবানের অনুমোদন ছাড়া কোন পরিকল্পনা অথবা প্রচেষ্টা তাদের এই ত্রিতাপ দুঃখ থেকে মুক্ত করতে পারে না।[16]
- **দৃষ্টান্ত** – ভগবানের দ্বারা অনুমোদিত না হলে, [17]
  - ★ ঔষুধ দিয়ে রোগীর রোগ নিরাময়ের চেষ্টা অর্থহীন,
  - ★ নৌকা যতই মজবুত বা উপযুক্ত হোক না কেন, তাতে চড়ে নদী বা সমুদ্র পার হওয়া যাবে না।
- সকলের স্ব স্ব বৃত্তি-প্রবৃত্তি ভগবানের সেবায় যুক্ত করা উচিত।
  - ★ পরিচালক, রাজপুরুষ, যোদ্ধা, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, কৃষক ইত্যাদি।
- **সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্যঃ** সকলেরই জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ করে সব রকমের জড় কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হওয়া।
- **বিকল্প ব্যবস্থাঃ** কিন্তু সে রকম সুযোগ না পাওয়া গেলে, যেই-যেই বস্তুর প্রতি বিশেষ আসক্তি রয়েছে সেগুলি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে চেষ্টা করা উচিত এবং সেটিই হচ্ছে যথার্থ শান্তি এবং সমৃদ্ধি লাভের উপায়।
- **'সংসুচিতম্'** – এই শ্লোকে 'সংসুচিতম্' কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কখনই মনে করা উচিত নয় যে নারদ মুনির এই উপলব্ধি ছিল শিশুসুলভ কল্পনা মাত্র। বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং বিশেষজ্ঞরাও তা উপলব্ধি করেছেন।

---

[15] গীতা ৪.৩৪ - উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ..............

[16] কত 'প্ল্যান' করে তারা ভাল থাকিবারে।
প্রকৃতি ভাঙ্গিয়া দেয় প্ল্যান বারে বারে।। (শ্রীল প্রভুপাদ – বৃন্দাবনে ভজন)

[17] ভাঃ ৭.৯.১৯ - বালস্য নেহ শরণং পিতরৌ নৃসিংহ ......

📖 ১.৫.৩৩ – দৃষ্টান্ত

সূত্রঃ যদি বলেন – দেখুন, সংসারের মূল (হেতু) যে কর্ম, তা হতে কি করে তাপত্রয়ের নিবর্তন হতে পারে? তার উত্তরে বলছেন –

দৃষ্টান্ত – যেই দ্রব্যের প্রভাবে রোগ জন্মায়, সেই দ্রব্যই যখন অন্য দ্রব্য বা ঔষধের সঙ্গে রসায়ন-যোগে মিশ্রিত হয়, তখন তা গ্রহণ করার ফলে সেই রোগের কি নিবৃত্তি হয় না ?

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- **পারমার্থিক জীবনে সাফল্যের রহস্যঃ** জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারা ত্রিতাপ দুঃখ নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু সেই কার্যকলাপ যখন ভগবৎ-সেবায় রূপান্তরিত হয়, তখন তা সমস্ত জড় ধর্ম পরিত্যাগ করে চিন্ময় তত্ত্বে পর্যবসিত হয়।
- **দৃষ্টান্ত ১** – অত্যধিক দুগ্ধজাত দ্রব্য আহারের ফলে পেটের অসুখ হয়; কিন্তু সেই দুগ্ধেরই রূপান্তর দধি অন্য কয়েকটি ঔষধের সঙ্গে গ্রহণ করার ফলে সেই রোগের উপশম হয়।
- **দৃষ্টান্ত ২** – আগুনের সংস্পর্শে লোহা আরক্তিম হয়ে আগুনের প্রকৃতি গ্রহণ করে।
- **''সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম''** – এইভাবে সব কিছুই যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় তখন আমরা অনুভব করতে পারি যে, সবই পরম ব্রহ্মময়। এই মন্ত্রটি আমরা এইভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

📖 ১.৫.৩৪ – কর্মরূপী বৃক্ষকে বিনাশ

(সূত্রঃ ভক্তিমিশ্র কর্মের দ্বারা ভক্তিমিশ্র জ্ঞান মোক্ষের সাধন হয়।)

মানুষের নৈমিত্তিক কাম্য কর্মসমূহ সংসার-বন্ধন বা যোনি-ভ্রমণের কারণ। কিন্তু সেই সমস্ত কর্মই যখন পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হয়, তখন তা কর্মরূপী বৃক্ষকে বিনাশ করতে সমর্থ হয়।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "দুঃখ-দুর্দশার কারণ"**
- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**
- **অনুচ্ছেদ ১ –**
- সকাম কর্ম – অশ্বত্থ বৃক্ষ
- **অনুচ্ছেদ ২ –**

📖 ১.৫.৩৫ – ভক্তিযোগের অধীন তত্ত্ব জ্ঞান

এই জীবনে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে কর্ম করা হয়, তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ বা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা এবং সব রকমের জ্ঞান তখন তার অধীন তত্ত্বরূপে আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।

- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত ১ম শীর্ষক – "ভক্তিযোগের গুরুত্ব"**
- **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত ২য় শীর্ষক – "সম্পূর্ণরূপে সেবায় যুক্ত হওয়া"**
- **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**
- ভক্তিযোগ জ্ঞান অথবা কর্ম থেকে স্বতন্ত্র; পক্ষান্তরে, জ্ঞান এবং কর্ম হচ্ছে ভক্তিযোগের অধীন।

📖 ১.৫.৩৬ – কর্মকালে কৃষ্ণস্মরণ

(সূত্রঃ এখন ভক্তিমিশ্র নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানকারী তাদৃশ ভক্তসঙ্গের সৌভাগ্যবশতঃ কারও কখনও কর্মমিশ্রা ভক্তিও হয়ে থাকে।)

ভক্ত যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে কর্ম করেন, তখন তিনি পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও নামসমূহ কীর্তন করেন এবং স্মরণ করেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- **অনুচ্ছেদ ১** – শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা হলেও সেই পূজা যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য শ্রীবিষ্ণুর উপস্থিতি সর্বতোভাবে আবশ্যক।
- **অনুচ্ছেদ ২** – সকল কার্যকলাপে স্মরণ করা যে ভগবানই সবকিছুর ভোক্তা।[18]
- **অনুচ্ছেদ ৩** – আয়ের অর্ধাংশ প্রচারে ব্যয় এবং নিজেরাও প্রচারের আয়োজন করা। কারণ গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন প্রচারকই হচ্ছেন সবচাইতে প্রিয়।[19]
- শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এক অতি সরল পন্থার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তিনি ভগবানের সেই অপ্রাকৃত বাণী কীর্তন, নর্তন এবং প্রসাদ-সেবনের মাধ্যমে প্রচার করার শিক্ষা দিয়ে গেছেন।[20]
- **পারমার্থিক অনুষ্ঠানঃ** যে অনুষ্ঠানে সুন্দর নাচ-গান হয় এবং সুস্বাদু খাবার দেওয়া হয়, সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে কেউই অসম্মত হবে না। এই ধরনের অনুষ্ঠানে সকলেই যোগ দেবে এবং সেখানে সকলেই ব্যক্তিগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য উপস্থিতি অনুভব করতে পারবে।
- **শর্তঃ** এই ধরনের পারমার্থিক কার্যকলাপ সফলতার সঙ্গে সম্পাদন করার একটি শর্ত রয়েছে, এবং সেটি হচ্ছে, তা যেন সব রকমের **জড় কামনা-বাসনা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়।**
- **স্থানেস্থিতাঃ**[21] কারোরই তার নিজ নিজ অবস্থা বা বৃত্তি পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই, বিশেষ করে এই কলিযুগে। তবে পরম-তত্ত্ব সম্বন্ধে মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা, সেই অভ্যাসটি বর্জন করতে হবে।
- **সারার্থ দর্শিনী ও তথ্য** – গীতা ৯.২৭ যৎ করোষি যদশ্নাসি.............

(৩৭-৪০) - শব্দব্রহ্মের মাহাত্ম্য - অতএব ভগবৎ লীলা বর্নন কর

📖 ১.৫.৩৭ – চতুর্ব্যূহের নমস্কার ও ধ্যান

প্রণবস্বরূপ হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহাত্মক; আপনাকে মনের দ্বারা নমস্কার ও ধ্যান করি।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "শব্দই রূপ"

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- **অনুচ্ছেদ ১** – চতুর্ব্যূহ - বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ।
- **অনুচ্ছেদ ২** – বৈদিক মন্ত্র।
- **অনুচ্ছেদ ৩** – ভক্তির স্বরূপ।
- **অনুচ্ছেদ ৪** – সূত গোস্বামীর সাফল্যের গূঢ়তত্ত্ব
  - ★ তেত্রিশ অক্ষর সমন্বিত এই মন্ত্র উচ্চারণের ফলে তাঁর হৃদয়ে দিব্য জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল।
- **তথ্যঃ** ভাঃ ১১.৫.২৮ শ্লোকেও এই মন্ত্র দেখা যায়।

চৈ.চ. মধ্য ২০শ ৩৩৯ সংখ্যা -

এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চন।
'কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন'—কলি-যুগের ধর্ম॥

📖 ১.৫.৩৮ – প্রকৃত জ্ঞানবান

এইভাবে যিনি বাসুদেব আদি চার মূর্তির নামাত্মক মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রোক্ত চিন্ময়রূপী অথবা প্রাকৃত মূর্তিরহিত যজ্ঞেশ্বরকে পূজা করেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত জ্ঞানবান।

তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ

- **অনুচ্ছেদ ১** –
- **শব্দব্রহ্মঃ** যা কিছুই আমাদের ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার অতীত তা কেবল শব্দের মাধ্যমে জানা যেতে পারে। এটি কোন অস্পষ্ট নির্বিশেষ অভিজ্ঞতা নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবানের বাস্তব অভিজ্ঞতা যাঁর রূপ বিশুদ্ধ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়।
- **দৃষ্টান্তঃ** আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে বহু দূর থেকেও কিভাবে শব্দের মাধ্যমে বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে জানা যায়। জড়ের মাধ্যমে যদি তা সম্ভব হয়, তা হলে চিন্ময় স্তরে তা সম্ভব হবে না কেন?
- **অনুচ্ছেদ ২** –
- **পাঞ্চরাত্রিক প্রক্রিয়াঃ** অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবার সব চাইতে প্রামাণিক প্রক্রিয়া। কলিযুগের জন্য বেদান্ত থেকেও পাঞ্চরাত্রিক প্রক্রিয়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

---

[18] গীতা ৫.২৯ – ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাম্ ....

[19] গীতা ১৮.৬৮-৬৯

[20] নাচ, গাও, ভক্ত-সঙ্গে কর সঙ্কীর্তন।
কৃষ্ণ-নাম উপদেশি' তার' সর্ব-জন॥ (চৈ.চ.আদি ৭.৯২)

[21] ভাঃ ১০.১৪.৩ - জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য ...... স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং ......

🕮 ১.৫.৩৯ – জ্ঞান → ঐশ্বর্য → প্রেম

হে ব্রাহ্মণ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বেদগুহ্য জ্ঞান দান করেন এবং তারপর অণিমা আদি দিব্য ঐশ্বর্য দান করেন এবং সেগুলির প্রতি আমার অনাসক্তি দর্শন করে তিনি আমাকে প্রেম প্রদান করেছিলেন।

✍ **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**

- ✍ অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গে ভগবানের যে প্রকাশ তা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। এটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্যে আসার সর্বোত্তম পন্থা।
- ✍ যাঁরা ভগবান এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক-শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ভগবান তাঁদের কাছে ধীরে ধীরে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন।

🕮 ১.৫.৪০ – চরম উপদেশ

তাই দয়া করে তুমি সর্বশক্তিমান ভগবানের কার্যকলাপের কাহিনী বর্ণনা কর, যা তুমি তোমার বিশাল বৈদিক জ্ঞান থেকে জানতে পেরেছ। কেন না,

- ★ তা জানলে মহান বিদ্বানদের সব কিছু জানা হয় এবং
- ★ সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষেরা যারা নিরন্তর জড়জাগতিক দুঃখ ভোগ করছে, তাদের দুঃখ-দুর্দশার সমাপ্তি হয়।

এ ছাড়া দুঃখ-নিবৃত্তির আর কোন উপায় নেই।

✍ **শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক** – **“শ্রীনারদ মুনির চরম উপদেশ”**

✍ **তাৎপর্যের বিশেষ দিকঃ**

- ✍ শ্রীনারদ মুনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেছেন যে জড় জগতের সমস্ত সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে ব্যাপকভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা প্রচার করা।
- ✍ ৮ রকমের মানুষ।

  ভালঃ

  i. আর্ত
  ii. অর্থার্থী
  iii. জিজ্ঞাসু
  iv. জ্ঞানী

  খারাপঃ

  i. মূঢ়
  ii. নরাধম
  iii. মায়া-অপহৃত-জ্ঞান
  iv. আসুরী

- ✍ **সকলের মঙ্গলঃ** শ্রীনারদ মুনি ব্যাসদেবকে ভগবানের মহিমা প্রচার করতে উপদেশ দিলেন, যাতে ভাল এবং খারাপ এই উভয় স্তরের আট রকমের মানুষের মঙ্গল সাধিত হয়।
- ✍ **শ্রীমদ্ভাগবত সার্বজনীনঃ** শ্রীমদ্ভাগবত তাই কোন বিশেষ ধরনের মানুষ বা বিশেষ জাতির জন্য নয়। তা হচ্ছে ঐকান্তিক জীবদের জন্য, যাঁরা তাঁদের যথার্থ মঙ্গল সাধন করে প্রকৃত শান্তি লাভ করতে চান।